ALL INDIA APPOINTMENT GAZETTE
₹ 3/-
A WEEKLY NEWS PAPER on EMPLOYMENT & TRAINING Opportunities
7, Old Court House Street, Kolkata-700 001
Call : 033 22101820

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 7 December 2017 Thursday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়
বিশ্বের বৃহত্তম সর্বাধিক সফল বিবাহ প্রতিষ্ঠান
তথ্যকেন্দ্র
১০ গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯
রাজ ভবনের সামনে, ফোন- ০৩৩ ২২৪৮৪৪৬৭
E-mail : tathyakendra@hotmail.com

নজরে খবর

‘মৃত শিশু’-র মৃত্যু

নয়াদিল্লি ঃ মাত্র এক সপ্তাহ আগেই তাকে ‘মৃত’ বলে ঘোষণা করেছিল দিল্লির ম্যাক্স হাসপাতাল। পরে জানা যায়, বেঁচে রয়েছে শিশুটি। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে রাজধানী শহরের অন্য একটি হাসপাতালে ভরতি করা হয়। বুধবার সেখানেই মৃত্যু হল শিশুটির। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার থেকেই শিশুটির অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। এদিন তার মৃত্যু হয়েছে।

বাবরির ২৫ বছর

কলকাতা ঃ ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙার সময় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হানাহানির সূত্রপাত হয় আজও তা অব্যাহত। বুধবার বাবরি ধ্বংসের ২৫ বছর পূর্তিকে সংহতি দিবস হিসেবে পালন করতে গিয়ে ওই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন বিজেপিকে। তাঁর মতে, বিজেপি প্রতি পদক্ষেপেই সংবিধানকে উপেক্ষা করে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে অসহিষ্ণু বলে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে বিজেপি।

জিডি বিড়লা খুলছে

কলকাতা ঃ জিডি বিড়লা স্কুলের ক্লাস আবার শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার থেকে। ৬ দিন ধরে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের পর বুধবার রাত ৮টার কিছু পরে সমাধানসূত্র মিলল। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অভিভাবকদের ৮ সদস্যের দলের দীর্ঘ বৈঠকের পর পিছু হটতে বাধ্য হয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। বৈঠকে স্থির হয়, আগামীকাল থেকে স্বাভাবিকভাবেই চালু হবে স্কুল। অধ্যক্ষা শর্মিলা নাথ থাকবেন না। তৈরি হবে স্কুলের অভিভাবকদের ফোরাম। স্কুলের সর্বত্র লাগানো হবে সিসিটিভি ক্যামেরা।

দ্বিতীয় তাজমহল

নয়াদিল্লি ঃ তাকে ঘিরে রাজনীতির রং যতই লাগুক, তাজমহলের গৌরব যে তাতে এতটুকু কমেনি তা প্রমাণ হয়ে গেল। অনলাইন ট্রাভেল পোর্টাল ট্রিপ অ্যাডভাইজারের সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটগুলির মধ্যে দ্বিতীয় আগ্রার তাজমহল। প্রথম স্থানে রয়েছে কাম্বোডিয়ার আঙ্কোরভাট মন্দির। ট্রিপ অ্যাডভাইজার জানিয়েছে, বছরে তাজমহলে ৮০ লক্ষের বেশি পর্যটক আসেন।

ভূমিকম্প

নয়াদিল্লি ঃ বুধবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ পরপর ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজধানী দিল্লি এবং উত্তরাখণ্ড। রিখটার স্কেলে প্রথম কম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.০। দেরাদুনের ১২১ কিলোমিটার পূর্বে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বলে জানায় ইউরোপিয়ান-মেডিটেরানিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টার। পরে উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগে অপর একটি ভূমিকম্পের তীব্রতা টের পাওয়া যায়। রিখটার স্কেলে এর তীব্রতা ছিল ৫.৫।

আজকের দাম

পেট্রোল- ₹ ৭১.৮৭
ডিজেল- ₹ ৬০.৯৭
তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।
-সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল।

বিন্দু বিসর্গ

শামুকতলার তেঁতুলতলা এলাকায় জাতীয় সড়কে পাথর বোঝাই লরির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কায় দুমড়ে যাওয়া গাড়ি। ছবি ঃ গৌতম সরকার

জমি কার, ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় ঠিক করে মাফিয়ারা

ভাস্কর বাগচী ● শিলিগুড়ি

৬ ডিসেম্বর ঃ আসল কাগজপত্র হাতে রয়েছে তো কী, শিলিগুড়ির অদূরে ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় জমি থাকলে যেকোনো সময়ে সেই জমির মালিকানা বদলে যেতে পারে। জমি কার, তা কোনো সরকারি অফিস নয়, নির্ধারণ করে দিচ্ছে জমি মাফিয়ারা। এরপর হাতে আসল জমির কাগজ নিয়ে কেঁদে ভাসালেও সেই জমি ফেরত পাওয়া যাবে না। সোনা বন্ধক রেখে কয়েক কাঠা জমি কিনে ফেলে রাখলে তো কথাই নেই। রেজিস্ট্রিকৃত সেই জমিতেও যখন তখন উঠে যাবে অন্যের ঘর। আর তার প্রতিবাদ করলে মারধর তো জুটবেই, সঙ্গে গচ্চা যেতে পারে কয়েক লক্ষ টাকা। বিচার পেতে যাবেন কার কাছে? যেখানেই দখল হওয়া জমির আসল মালিকরা বিচার চাইতে গিয়েছেন, খালি হাতেই ফিরে আসতে হয়েছে তাঁদের অধিকাংশকে। শেষ পর্যন্ত, কোর্ট কাছারিতে না গিয়ে বা না যেতে পেরে ওই জমির আশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু প্রতিবাদ কিংবা জমি মাফিয়াদের বাধা দেওয়ার মতো সাহস এখনও পর্যন্ত কোনো পক্ষই যেহেতু দেখাতে পারেনি, তাই দিনের পর দিন সাহস বেড়েই চলেছে মাফিয়াদের।

রুপা পাল - আলিপুরদুয়ার

রাতে বাবা বাথরুমে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। দেখলাম মুখ বেঁকে গেছে, গ্যাঁজা বেরোচ্ছে। ছোট মামা বলল ডিসান শিলিগুড়িতে আনতে। ডিসানে ডাক্তার বলল সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছে। MRI তে ধরা পড়ল ব্রেনে রক্ত জমাট বেঁধেছে। ডিসানের নিউরো সার্জেন রাতেই OT করলেন। পরের দিন বাবা চোখ মেললেন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আজ লাঠি ধরে কলেজে পড়াতে যান।
DESUN HOSPITAL SILIGURI
24hrs EMERGENCY
90516 40000
নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পাশে

আসল কাগজপত্রেও কাজ হয় না

ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় জমি মাফিয়াদের রমরমা আজকের নতুন ঘটনা নয়। বিগত দিনে বাম শাসনের সময়েই ধীরে ধীরে শাসকদলের মদতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এই জমি মাফিয়ারা। কিছুটা রাজনৈতিক মদত, কিছুটা পুলিশের মদতে জমি মাফিয়াদের ডোন্ট কেয়ার ভাব প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। নিজের দখল হওয়া জমি ফিরে পেতে ওই দালালদের পা ধরে কান্নাকাটি করতেও দেখা গিয়েছে অনেককে। কিন্তু কিছুতেই মন তো গলেইনি, বরং মাফিয়াদের হুংকারে জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন অনেকেই।

কীভাবে জমি দখল হচ্ছে ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায়?

শুধু শিলিগুড়ি শহর নয়, সুদূর অসম, বিহার কিংবা দক্ষিণবঙ্গের অনেকেরই জমি রয়েছে ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায়। কোনো জমি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, আবার কোনো জমিতে শুধুমাত্র অর্ধেক পাঁচিল করে সীমানা নির্ধারণ করা। সেই জমিগুলির দিকেই নজর দিয়েছে এই জমি হাঙররা। নিজেদের ইচ্ছামতো কাগজপত্র বানিয়ে একজনের জমি অন্যজনের কাছে বিক্রি করে দিয়ে মোটা টাকা পকেটে ভরছে তারা। এরপর সেই জমিই আবার আরেকজনের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। অর্থাৎ, একই জমি হাতবদল করা হচ্ছে চার থেকে পাঁচবার। প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতারিত হচ্ছেন একাধিক জন। এরপর জমির আসল মালিক এলেই যে খুব সহজে জমি হাতে পেয়ে যাবেন, তাও নয়। নিজের জমিতে একটি ইট গাঁথতে গেলেও অনুমতি নিতে হবে ওই জমি মাফিয়াদের। কারণ, নকল কাগজ বানিয়ে ওই জমিই নিজেদের জমি বলে দাবি করে আসল মালিককে মামলার হুমকি দেওয়া হয়। মামলার ভয়ে অনেকেই সেই পথে যেতে রাজি হন না। সেই সময় জমির আসল মালিককে জমি মাফিয়াদের সঙ্গে সমঝোতার রাস্তায় হাঁটতে হয়।

এরপর নয়ের পাতায়

দুর্ঘটনায় মৃত ধর্মযাজক সহ ৫

জাতীয় সড়কে লরির সঙ্গে ধাক্কা

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৬ ডিসেম্বর ঃ অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে যাওয়ার পথে পাথর বোঝাই লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক ধর্মযাজক ও তাঁর চার সঙ্গীর। তাঁরা একটি ছোটো গাড়িতে যাচ্ছিলেন। গাড়িটি সামনের একটি চাকা ফেটে ডিভাইডার পার হয়ে উলটো দিকে চলে যায় এবং দ্রুত গড়িতে আসা লরিটির নীচে ঢুকে যায়। বুধবার এগারোটা নাগাদ শামুকতলা থানার ৩১সি জাতীয় সড়কে তেঁতুলতলা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত দুজন মহিলা ও তিনজন পুরুষ। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পাঁচজনের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠায়। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার আভারু রবীন্দ্রনাথ ঘটনাস্থলে হয়ে হাসপাতালে আসেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যাত্রীরা পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত এএসআই অজিত বসুমাতা (৫২), তাঁর স্ত্রী ইস্টার বসুমাতা (৫০), গাড়ির চালক অমৃত ব্রহ্ম (৫০), তাঁর মেয়ে রেশমি ব্রহ্ম (২০) এবং তাঁদের প্রতিবেশী ধর্মযাজক বিজয় শর্মা (৪৮)। সকলেরই বাড়ি কালচিনি থানার সাতালি মণ্ডলপাড়ায়। বিজয় শর্মাই তাঁদের নিয়ে খোয়ারডাঙ্গার শালবাড়ি এলাকায় অসুস্থ বন্ধু আরেক ধর্মযাজক রকেন নার্জিনারিকে দেখতে যাচ্ছিলেন।

পুলিশ সুপার বলেন, ‘৩১সি জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় যে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অজিত বসুমাতা পুলিশের প্রাক্তন এএসআই। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, তাঁদের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডার পেরিয়ে অন্য দিকে চলে যায়। উলটোদিক থেকে একটি লরির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। কী করে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হবে।’

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে কালচিনির

RAY & MARTIN®
ULTIMATE CHEMISTRY
NEET
JEE MAIN
WBJEE

সাতালি মণ্ডলপাড়া থেকে পাঁচজন একটি ছোটো গাড়ি নিয়ে রওনা হন। উদ্দেশ্য ছিল, কুমারগ্রামের খোয়ারডাঙ্গা গ্রামে তাঁদের এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করবেন। সেখান থেকে তাঁদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ধর্মযাজকদের গাড়িটি বারবিশার দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ সামনের একটি চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি ডিভাইডার পার হয়ে উলটোদিকের লেনে চলে যায়। জাতীয় সড়কে উলটোদিক থেকে আসা পাথর বোঝাই লরির সঙ্গে গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছোটো গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে লরির তলায় ঢুকে যায়। ঘটনার পরই লরির চালক পলাতক। পুলিশ মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। পরে পাঁচজনের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়ি আটক করেছে পুলিশ। লরিচালকের খোঁজ চলছে। স্থানীয় বাসিন্দা জিফেসু বসুমাতা বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসি। দেখি পাথর বোঝাই লরি সঙ্গে ছোটো গাড়ির সংঘর্ষে গাড়ির পাঁচজন যাত্রী মারা গিয়েছেন। গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। গাড়ির দরজা গ্যাসকাটার দিয়ে কেটে চালককে বের করা হয়।’

বড়োদিনের আগে এমন দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে কালচিনির সাতালি এলাকায়। হাসপাতালে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতদের পরিবারের লোকজন। মৃত গাড়িচালক অমৃতবাবুর স্ত্রী পুলিশকর্মী আরতিদেবী কান্নায় ভেঙে পড়েন। অজিতবাবুর ছেলে মোজেস বসুমাতা হাসপাতালে বলেন, ‘আমাদের বড়ো সর্বনাশ হল। কী করব বুঝতে পারছি না।’ অজিতবাবুর ভাই সঞ্জয় বসুমাতা বলেন, ‘দাদা দু-বছর হল পুলিশের চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। খোয়ারডাঙায় একজনকে দেখে তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। চিরদিনের মতো দাদা, বউদি ও প্রতিবেশীরা হারিয়ে গেল।’

ক্যাম্পাসেই প্রহৃত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার

পুণ্ডিবাড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারোল কর্মীদের হাতে মার খেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে তিনি কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পুলিশ ডাকতে বাধ্য হন। পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মাস্টারোলের দুই কর্মীকে নিয়ে চলতে থাকা ঝামেলার কারণেই রেজিস্ট্রারকে মার খেতে হল বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে। রেজিস্ট্রারকে মারের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভাপতি ভিক্টর সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী কৌশিক মণ্ডল ও অমর মণ্ডল আহত হয়েছেন। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরন্তন চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘মাস্টাররোলের কর্মচারীদের কিছু দাবি নিয়েই গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। রেজিস্ট্রার বিষয়টি জানতে চাইলে ওঁদেরই কিছু কর্মী রেজিস্ট্রারকে মারধর করে। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমরা এই বিষয়টিকে ধিক্কার জানাই। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।’

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় ২০০ জন মাস্টাররোলে বিভিন্ন বিভাগে কাজ করছেন।

এরপর নয়ের পাতায়

বিনিয়োগ সমস্যা খতিয়ে দেখবেন গৌতম দেব

শিলিগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ শিল্প সম্মেলনে প্রতি বছরই বিনিয়োগের প্রস্তাব জমা পড়ে। তার মধ্যে সিংহভাগ প্রস্তাবই বাস্তবের মুখ দেখে না। কখনও প্রশাসনিক জটিলতার কথা তুলে ধরেন শিল্পোদ্যোগীরা, আবার কখনও শিল্প সম্মেলনের পর আর আগ্রহ দেখান না তাঁরা। যার ফলে শিল্পে দিশা দেখতে পারে না উত্তরবঙ্গ।

‘প্রচুর টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। কিন্তু আমরা চাইছি প্রস্তাব অনুযায়ী লগ্নি। সেই লক্ষ্যেই সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করব। আশা করছি সমাধানের রাস্তা খুব সহজেই বের হবে।

সদ্য শেষ হওয়া নর্থবেঙ্গল কনক্লেভ থেকে সেই অর্থে শিল্পে বিনিয়োগের প্রস্তাবই উঠে আসেনি। এমন পরিস্থিতিতে সমস্যাটা কোথায়, গভীরে গিয়ে তা দেখতে চাইছেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। সমাধানের রাস্তা খুঁজতে তিনি কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই)-এর পাশাপাশি আলোচনায় বসবেন বিনিয়োগকারীদের সঙ্গেও। মন্ত্রীর বক্তব্য, ‘সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে সরকারের তরফে সব সমস্যার সমাধান করা হবে।’ যদিও সিআইআই কর্তাদের দাবি, প্রচুর টাকা বিনিয়োগ হয়েছে এবং কাজও চলছে।

উত্তরবঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে দিশা দেখাতে অর্থাৎ বিনিয়োগের মধ্যে দিয়ে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রতিবছর কার্যত নিয়ম করেই হয়ে চলেছে উত্তরবঙ্গ শিল্প সম্মেলন। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে হয়েছে নর্থবেঙ্গল কনক্লেভ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এবারের শিল্প সম্মেলনে ১৬২ কোটি টাকার বাইরে সেই অর্থে তেমন বিনিয়োগের প্রস্তাব জমা পড়েনি। যাকে কেন্দ্র করে নানা প্রশ্ন উঠেছে। একই সঙ্গে উঠে এসেছে, এর আগের বছর যে ১৭০০ কোটি টাকার লগ্নি প্রস্তাব জমা পড়েছিল, তার বাস্তবায়ন হয়েছে কতটা? প্রস্তাবের পর তা যে আর সেই অর্থে বাস্তবায়িত হয় না, গত কয়েক বছরের বিনিয়োগের মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট। যে কারণে অভিযোগ উঠেছে জমি ফেলে রাখারও। শিল্পস্থাপন না করে এভাবে জমি ফেলে রাখা যাবে না, প্রশাসনের তরফে বারবার এমন বার্তা দেওয়া হলেও, অবস্থার সেই অর্থে পরিবর্তন ঘটেনি বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। এ কারণেই শিল্পায়নেও জোয়ার আসছে না।

এরপর নয়ের পাতায়

শিখা চ্যাটার্জিকে নিগ্রহ কাণ্ডে আশিঘর ফাঁড়ির ওসি ক্লোজড

শিলিগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ জমির দালালদের হাতে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী তথা রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শিখা চ্যাটার্জির নিগ্রহের ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ক্লোজ করা হল আশিঘর ফাঁড়ির ওসি পবিত্রকুমার বর্মনকে। তাঁর জায়গায় এখনও পর্যন্ত কাউকে দায়িত্ব না দেওয়া হলেও ভক্তিনগর থানার আইসি সহ পুলিশকর্তাদের ওই ফাঁড়ি দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিকে, মঙ্গলবারের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দালালদের হাতে নিগৃহীত তৃণমূল নেত্রী শিখা চ্যাটার্জিকে দেখতে বুধবার দুপুরে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে যান রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী তথা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক গৌতম দেব। তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘এই ঘটনায় জড়িত কাউকেই ছাড়া হবে না। পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে।’

মঙ্গলবার রাতে আশিঘর ফাঁড়ির অন্তর্গত জলেশ্বরী মোড় এলাকায় দালালদের হাতে নিগৃহীত হয়ে অসুস্থ বোধ করায় শিখাদেবীকে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে ভরতি করা হয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, জমির দালালদের হাত থেকে এক বাসিন্দাকে উদ্ধার করতে গেলে মঙ্গলবার রাতে দালালরা চড়াও হয় শিখা চ্যাটার্জি সহ তৃণমূল নেতাদের উপর। তাঁদের মারধরও করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে আশিঘর ফাঁড়ি ঘেরাও করে গভীর রাত পর্যন্ত বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। পরে রাতেই দুই যুবককে গ্রেফতার করার পর ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। এই ঘটনায় ফাঁড়ির ওসি পবিত্র বর্মনকেই দায়ী করেছে তৃণমূল। তাদের অভিযোগ, এই পুলিশ অফিসার আগেও একবার এই ফাঁড়ির ওসি ছিলেন। সেই সময়েও তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছিল। এবার ফের তাঁকে এই ফাঁড়ির ওসি করা হয়। কিন্তু মঙ্গলবার শিখাদেবী ওসি-কে জানিয়েই জলেশ্বরী বাজার এলাকায় দালালদের হাত থেকে এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে যান। এরপর তাঁদের উপর যখন হামলা করে দালালরা. সেই সময় ওসি-কে বারবার ফোন করলেও তিনি তা তোলেননি।

মঙ্গলবারের ঘটনার পর এদিনই পবিত্রবাবুকে ক্লোজ করা হয়। পুলিশ কমিশনার নীরজকুমার সিংয়ের বক্তব্য. ‘জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাউকেই ছেড়ে দেওয়া হবে না।

এরপর নয়ের পাতায়

নিগৃহীত শিখা চ্যাটার্জিকে বুধবার দেখতে এলেন মন্ত্রী গৌতম দেব। -সংবাদচিত্র

পর্যটকহীন পাহাড়ে মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের, রাজ্যের ঘাড়েও দায়

রণজিৎ ঘোষ ● দার্জিলিং

৬ ডিসেম্বর ঃ খাঁখাঁ করছে রাস্তাঘাট, জনশূন্য ম্যাল। হোটেল, বাজারেও কার্যত বসে বসে মাছি মারছেন ব্যবসায়ীরা। কোথাও পর্যটকের দেখা নেই। প্রচণ্ড ঠান্ডায় আমজনতাও ঘরবন্দি হয়ে রয়েছেন।

দার্জিলিং পাহাড়ের অর্থনীতি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। অধিকাংশ দোকান, বাজারে বউনিই হচ্ছে না। কিন্তু পাহাড় স্বাভাবিক থাকলেও কেন এই পরিস্থিতি, কেন পর্যটকরা দার্জিলিংয়ে আসছেন না তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। ব্যবসায়ীদের একাংশ কোনোরকম রাখঢাক না করেই বলছেন, এখানে ‘শ্মশানের শান্তি’ ফিরেছে। দোকান, বাজার সবকিছুই খোলা। যানবাহনও স্বাভাবিক চলাচল করছে। কিন্তু পর্যটক নেই। শৈল শহরের এই অবস্থা দেখে হতাশা ঝরে পড়েছে পর্যটন ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে। দার্জিলিংয়ের পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন দার্জিলিং অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস্ (ডাটা)-এর সভাপতি প্রদীপ লামা বলেন, ‘পাহাড়ের এই অবস্থার দায় রাজ্য সরকারকেও নিতে হবে। রাজ্য সরকার বলছে দার্জিলিংয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলছে। সেখানে একে ৪৭ নিয়ে ঘুরছে সন্ত্রাসবাদীরা। আবার পাহাড় স্বাভাবিক করে পর্যটকদের আসতে বলা হচ্ছে। দুটো তো একসঙ্গে হতে পারে না। আমরা বিমল গুরুং বা বিনয় তামাংপন্থী নই। রাজনীতির বাইরে থেকেই বলতে চাই, যেখানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলছে বলে খোদ সরকার ঘোষণা করে, সেখানে পর্যটকরা কোন সাহসে আসবেন?’

বরাবর যাঁরা দার্জিলিং শহরটাকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন, তাঁদের কাছেও ১০৫ দিনের বন্‌ধের পরের দার্জিলিং অনেকটাই অচেনা লাগছে। এমনিতেই নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত পাহাড়ে তেমন পর্যটক থাকে না। কিন্তু উপচে পড়া ভিড় না থাকলেও প্রতিটি হোটেলেই অন্তত ২৫-৩০ শতাংশ পর্যটক থাকেন। কিন্তু এবারের ছবিটা পুরোপুরি আলাদা। দার্জিলিং শহরের ৯০ শতাংশ হোটেলেই একজনও পর্যটক নেই। একেবারে শূন্য হয়ে রয়েছে হোটেলগুলি। ম্যালে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে এক পর্যটক দম্পতির দেখা মিলল। মেদিনীপুরের ঘাটাল থেকে দার্জিলিং বেড়াতে এসেছেন সস্ত্রীক সৌম্য অধিকারী। পাহাড় প্রসঙ্গ পাড়তেই বললেন, ‘বছরে দুবার করে দার্জিলিং আসি। একবার নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বরের শুরুতে। আর একবার মে মাসে। গত মে মাসে ঘুরে গিয়েছি। কিন্তু এবার এসে যে দার্জিলিং দেখছি তা আমার অতীতের ১০-১২ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখিনি। শুধু ঘোরার মরশুমেই নয়, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব সময়ই পাহাড়ের রাস্তায় পর্যটক দেখেছি। হোটেলগুলিও পুরো ভরতি না হলেও বেশ কয়েকটি ঘরে পর্যটক থাকতেন। কিন্তু এবার আমি গান্ধি রোডের যে হোটেলটিতে উঠেছি সেখানে আমি আর আমার স্ত্রী। আর কোনো ঘরেই কেউ নেই। হোটেল মালিক বলে দিয়েছেন খাবার দিতে পারবেন না। রাস্তায় ঘুরছি, বাজারে যাচ্ছি, কোথাও লোক নেই। ম্যাল তো খাঁ খাঁ করছে। আসলে পাহাড়ে গত কয়েক মাসে যে ঘটনা ঘটেছে তার জেরে একটা ভয় ঢুকে গিয়েছে মানুষের মনে। তাই তাঁরা সম্ভবত দার্জিলিংকে এড়িয়ে যাচ্ছেন।’ হোটেল মালিক সস্মিত লামা বললেন, ‘পুজোর সময় থেকে পাহাড় স্বাভাবিক হয়েছে। হিসাব করলে তা প্রায় ৭০ দিন হয়ে গেল। কিন্তু আমি এই ৭০ দিনে ৭০ জন পর্যটককেও হোটেলে পাইনি। অথচ হোটেল খুলে রাখতে গিয়ে পাঁচজন কর্মীর মাইনে নিয়মিত দিতে হচ্ছে। পরিস্থিতি খুব খারাপ। আগামীতে কোনো বুকিংও নেই। জানি না আর কতদিন এভাবে ব্যবসা করতে পারব।’

খাঁখাঁ করছে দার্জিলিংয়ের ম্যাল। পর্যটকদের দেখা নেই। -সংবাদচিত্র